লক্ষ্যভেদ

সবকটি কুঁড়ি যেন ফুল হয়

Liver Foundation
West Bengal

কতদিন প্রশিক্ষণ - কোথায়, কারা দেবেন?

প্রশিক্ষণ হবে নির্ধারিত সময়ে পুরুলিয়া জেলা স্কুলে। প্রশিক্ষণ দেবেন জেলার ও জেলার বাইরের অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষিকাগন।

ক্লাস ছাড়া আর কি আছে?

নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা (Mock Test) এবং পরীক্ষা সহায়ক উপকরণ (Study Meterial) এর ব্যবস্থা রয়েছে।

কিভাবে আবেদন করতে হবে?

ফর্ম সংগ্রহ করতে হবে রাসমনি বালিকা বিদ্যালয় -এ । মাধ্যমিকের প্রত্যয়িত মার্কশীট, প্রধান শিক্ষকের শংসাপত্র সহ জমা দিতে হবে।

পরীক্ষা ঃ-

দশম শ্রেণীর মান অনুযায়ী চারটি বিষয়ের উপর পরীক্ষা হবে (সকল পরীক্ষার্থীদের জন্য)।

১) পদার্থবিদ্যা - ১৫ নম্বর (MCQ)

২) রসায়ন - ১৫ নম্বর (MCQ)

৩) অঙ্ক - ১৫ নম্বর (MCQ)

৪) জীববিদ্যা - ১৫ নম্বর (MCQ)

পরীক্ষার মোট সময় ৯০ মিনিট। পরীক্ষার সময় ক্যালকুলেটর ও মোবাইল ফোন পরীক্ষার্থীর সঙ্গে থাকবে না। লিখিত পরীক্ষার পর নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। (মৌখিক পরীক্ষা ৪০ নম্বরের)

শিক্ষণের মাধ্যম ঃ

সর্বভারতীয় পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে মাধ্যম হবে ইংরাজী। কিন্তু ছাত্রস্বার্থে প্রথমদিকে বাংলাও ব্যবহৃত হবে।

লক্ষ্যভেদ

সবকটি কুঁড়ি যেন ফুল হয়

Liver Foundation
West Bengal

কেন এই উদ্যোগ ?

পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ এবং প্রতিযোগিতা মনস্ক, মানবিকভাবে দায়বদ্ধ করে সম্মিলিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় তাদের সাফল্যের সম্ভবনা বৃদ্ধি করা।

কারা উদ্যোক্তা ?

জেলা প্রশাসন 'লক্ষ্যভেদ' - এর অভিভাবক। লিভার ফাউন্ডেশন এর সংগঠক ও সামাজিক দায়বাহক। এই উদ্যোগের পৃষ্ঠপোষক পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন।

লক্ষ্য কি ?

অবৈতনিক প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিতে পুরুলিয়া জেলায় উৎকৃষ্ট ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য সার্থকভাবে প্রস্তুত করা।

কারা অংশ নেবেন ?

* প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে হলে মাধ্যমিকে ৭০ শতাংশ, বিজ্ঞান বিষয়ে ৮০ শতাংশ নম্বর সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পেতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণীদের জন্য মাধ্যমিকে ৬০ শতাংশ (প্রথম বিভাগ) বিজ্ঞান বিষয়ে ৭০ শতাংশ।
* শুধুমাত্র পুরুলিয়া জেলায় অবস্থিত স্কুলে পাঠরত ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।
* প্রশিক্ষণের ছাত্র নির্বাচন হবে পরীক্ষার মাধ্যমে ঃ পরীক্ষার প্রশ্ন জয়েন্টের ধাঁচে (MCQ) দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের উচ্চমানে।